মেহেরপুরে ইজিবাইকসহ চালক নিখোঁজ

মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামে ইজিবাইকসহ চালক মো: বিজন
(২৬) নিখোঁজ হয়েছে। নিখোজ বিজন মোনাখালী গ্রামের ছাতিমতলা পাড়ার রহমানের ছেলে।

নিখোজের মামাতো ভাই বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে কয়েকজন লোক চুয়াডাঙ্গাতে যাবে বলে মেহেরপুর থেকে আমার ভাইকে ভাড়া করে নিয়ে যায়। এরপর আমার ভাইসহ তারা ভালাইপুর মোড়ের এটা হোটেলে খাওয়া দাওয়া করে। চুয়াডাঙ্গাতে যাত্রী রেখে বাড়ি চলে আসবো বলে আমার ভাই পরিবারের লোকজনকে জানায়। কিন্তু রাতে বাড়ি ফিরে না আতে আমি ও আমাদের পরিবারের লোকজন তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলে আমরা তার মোবাইল ফোনটা বন্ধ পায়। আজকে পরিবারের লোকজন মুজিবনগর থানাতে অভিযোগ করতে গেলে চুয়াডাঙ্গাতে যোগাযোগ করতে বলে।

মুজিবনগর থানার ওসি মেহেদী রাসেল বলেন, নিখোঁজ ইজিবাইক চলকের পরিবারের লোকজন থানাতে অভিযোগ দিতে এসেছিলো কিন্তু ঘর্টনাস্থল চুয়াডাঙ্গা থানার অওতাধীন হওয়াতে আমরা তাদের চুয়াডাঙ্গা থানায় অভিযোগ করতে বলি।

খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক দলে ঘাপটি মেরে আছে-মোনালিসা

সরকারের সাফল্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে মেহেরপুরে যুব মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার ২৭ অক্টোবর বিকাল ৫টার সময় মেহেরপুরের শামসুজ্জোহা পার্কে মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের ব্যানারে এই বিশাল নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

নারী সমাবেশে বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীপত্নী ও বাংলাদেশ যুব মহিলালীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা ফরহাদ হোসেন যথাযথ ভাবে পালন করতে পেরেছেন বলেই শামসুজ্জোহা পার্ক আজ কানায় কানায় পরিপূর্ন। যুগে যুগে দলের মধ্যে খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। তারা উন্নয়ন সহ্য করতে পারেনা, তারা দলের বিপক্ষে কথা বলে, উন্নয়নের বিপক্ষে কথা বলে। দল বিরোধী কার্যক্রম করে।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘এখন মেহেরপুরে কোন দুর্বৃত্তায়ন নাই, কোন সন্ত্রাস নাই, মেহেরপুরে কোন চাঁদাবাজ নাই। আজকের এই বিশাল জনসভা প্রমাণ করে মেহেরপুরে যুব মহিলালীগ নারী জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার মানে কৃষি বান্ধব সরকার। আমাদের ঠিকানা নৌকা, আমাদের ঠিকানা আওয়ামী লীগ, আমাদের ঠিকানা শেখ হাসিন।’



মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় যুব নারী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাসিরা পলি।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে আর চান না আ.লীগ নেতারা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছেগতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে। জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।
জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর বলে সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিমন্ত্রীর আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোন রকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।
মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।



সম্মেলনে
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘আমার সময় আমি এই অঞ্চলের রাস্তাগুলো প্রশস্ত করেছিলা, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পিছনে জমি অধিগ্রহণ করেছিলাম যেখানে আজ নার্সিং ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে। সে জায়গায় আজ হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। আমার সময়ই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত হয। মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ আমার সময়েই কারীকরণ করা হয়। ভৈরব খনন প্রকল্পের উদ্যোগ আমার সময়েই নেওয়া। তাহলে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরের জন্য করেছেন কি?

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, ফরহাদ হোসেনের আমলে উন্নয়ন হয়েছে কার, উন্নয়ন হয়েছে তার পরিবারের লোকজনের। তার ভাই কাজ না করে সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারের টাকা উঠিয়ে ফেলে, সংখ্যালঘু পরিবারের টাকা মেরে দেয়। আর ফরহাদ হোসেন দলীয় নেতাকর্মীদের কোন খোঁজ খবর না রেখে ঈদের সময় বিএনপি সভাপতি মাসুদ অরুণ কে পায়জামা-পাঞ্জাবি উপহার দেয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে উন্নতি হয়েছে সেটা শুধু শেখ হাসিনারই অবদান।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ ফরহাদ হোসেন আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের মতো চলতে দেন না। যিনি জবাবদিহিতা রাজনীতি করেন না তার বিরুদ্ধে আজ মেহেরপুরের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ এ কথা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জানে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক যখন দলের কেন্দ্রীয় সভায় কথা বলতে গেছেন তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদের তাকে ধমক দিয়ে বলেন আপনি বসেন, আপনি কিসের সেক্রেটারি, আপনি তো ফরহাদ হোসেনের পিএ। সে সভায়

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সেক্রেটারি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজন আলী বলেন, ‘প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নৌকার বিপক্ষে কাজ করে। তার কারণেই মুজিবনগরে চারটি ইউনিয়ন পরিষদে নৌকার প্রার্থী হেরেছে। আবার মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন ফরাজ হোসেন। আমরা সকল নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রীর অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে নৌকার প্রার্থীকে বিজয় করেছিলাম। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই আপনি আমাদের অবস্থা দেখুন, আমাদের কথা বুঝুন, আমরা আজ কিভাবে অত্যাচারিত। যে নেতারা মেহেরপুর ও মুজিবনগর কে আগলে রেখেছিল সেই নেতারাই আজকে নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে অত্যাচারিত। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন যাকে নিয়ে আমরা এই মেহেরপুর ও মুজিবনগরে নৌকাকে জেতাতে পারবো।’

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ. ম. হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মুজিবনগর এর চারটি ইউনিয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনা নৌকা প্রতীক দিয়ে চারজন প্রার্থীকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ

হোসেন ২০২১ সালে নৌকার পক্ষে ভোট করেন নাই, ইউনিয়নবাসী সকলে এটা জানে। নৌকায় ভোট না করে উনিত নেত্রীকে মানলেন না। তাহলে উনি মুজিব আদর্শের লোক না। আমরা এখানে মুজিব সেনা দেখতে চাই। আমরা দেখেছি উনি ১১ই নভেম্বর মহাজনপুর ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, বাগোয়ান ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, আমদহ ইউনিয়নেও নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। উনি নৌকার প্রার্থীকে পরাজিত করেন নাই, পরাজিত করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। ‘

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন, ‘আজকে যারা মঞ্চে বসে আছে তারাই আওয়ামী লীগের রাজপথের সৈনিক। আর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির মৃত্যুর দিনে জানা যায় না এসে পরিবারে কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলেন। আবার বি এম স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকের জানা যায় না এসে তিনি মেহেরপুর শামসুদ্দোহা পার্কে কনসার্টের উদ্বোধন করেছিলেন। অনুরোধ করেও তাকে এরকম জঘন্য কাছ থেকে নিভৃত করা যায়নি। তিনি নাকি আবার শিক্ষক, তিনি কেমন শিক্ষক। ‘



সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল,

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

সম্মেলন শেষে সভাপতি পদে ৩ জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন প্রার্থী হওয়ায় দুই দিন সময় নেওয়া হয়।

দর্শনা সীমান্তে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের সোনার বার উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি সদস্যরা ২ কেজি ৩৮৪ গ্রাম ওজনের ছোট বড় ৫টি সোনার বার আটক করেছে। তবে এ ঘটনায় বিজিবি কোন চারাচালানীকে আটক করতে পারেনী।
গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা উপজেলার ঝাঝাডাঙ্গা সীমান্ত এলাকায় চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে এই সোনার বারগুলি আটক করে।
চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান (পিএসসি) এক প্রেসবিজ্ঞপ্তিতে জানান, সুলতানপুর বিওপির’র টহল কমান্ডার নায়েক মোঃ রবিউল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে

বৃহস্পতিবার সকালে সীমান্তের মেইন পিলার ৭৯ হতে আনুমানিক ২ কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঝাঝাডাঙ্গা ঈদগাহ সংলগ্ন কবরস্থানের পশ্চিম পার্শ্বে আম বাগানের মধ্যে অবস্থান করে। অবস্থান কালে বেলা ১২ টার দিকে সন্দেহজনক ভাবে উক্ত এলাকা দিয়ে একজন ব্যক্তিকে সীমান্তের শূণ্য লাইনের দিকে যেতে দেখলে বিজিবি টহল দল তাকে ধাওয়া করে। বিজিবি’র উপস্থিতি টের পেয়ে উক্ত ব্যক্তি হাতে থাকা সাদা রংয়ের একটি শপিং ব্যাগ ফেলে দ্রুত দৌড়ে পালিয়ে যায়। বিজিবি সশস্ত্র টহল দল ফেলে যাওয়া ব্যাগটি জব্দ করে। জব্দকৃত শপিং ব্যাগটি তল্লাশী করে স্কচটেপ দ্বারা মোড়ানো ০৩টি প্যাকেট হতে ০২ কেজি ৩৮৪ গ্রাম (২০৪.৩৯ ভরি) ওজনের ছোট বড় ০৫টি স্বর্ণের বার আটক করতে সক্ষম হয়। এই বারগুলির বাজার মৃল্যে ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা

এ ব্যাপারে নায়েক মোঃ রবিউল ইসলাম বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা করেছে এবং আটককৃত স্বর্ণের বারগুলি চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রী-বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাতে দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করার জন্য দুই দিন সময় নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৬ শে অক্টোবর বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের বক্তারা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর। তার আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামীলীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোনরকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।



মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের

সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

এছাড়াও আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন প্রমুখ।

গাংনীর মাইলমারীতে হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যবসায়ী আটক

গাংনীর মাইলমারী তে হেরোইন সহ দুই মাদক ব্যাবসায়িকে আটক করেছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলামের নেতৃত্বে এ এস আই কালাম ও এ এস আই শামসুর রহমান সহ সঙ্গিও ফোর্স নিয়ে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটক কৃতরা হলেন, মাইলমারী গ্রামের মৃত দবির উদ্দিনের ছেলে সেকেন্দার আলী (৪৫) ও সাহারবাটি গ্রামের মৃত নেক মোহাম্মদের ছেলে তরিকুল আলী (৪০) কে ০৫ গ্রাম হেরোইন সহ আটক করা হয়।

তারা চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুলিশ জানায়, প্রকাশ্যে হেরোইন বিক্রি করছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাইলমারী মন্ডলপাড়া ওয়াক্ত মসজিদের সামনে হিয়ারিং রাস্তার উপরে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এসময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে

পালানোর চেষ্টাকালে তাদেরকে আটক করে পুলিশ, পরে দেহ তল্লাশি করে ৫ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়।

ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (এসআই) তৈৗহিদুল ইসলাম জানান, মাদক বিক্রির সময় হাতে নাতে দুজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গাংনী থানাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ৭ জন আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে সাজাপ্রাপ্ত আসামিসহ ৭ জনকে আটক করেছে থানা পুলিশ। গতকাল বুধবার (২৫ অক্টোবর) রাতভর থেকে বৃহস্পতিবার ভোর পর্যন্ত অভিযান চালিয়ে মাদক উদ্ধারজনিত মামলায় ৪ জন,অন্যান্য মামলা ১ জন ও গ্রেফতারি পরোয়ান মূলে ২ জনকে আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন গাংনী উপজেলার রাজাপুর গ্রামের ওয়াজেদ কারীকরের ছেলে সাইদুল ইসলাম (৪০),৭নং ওয়ার্ড ভিটাপাড়ার মৃত মহাসিন আলীর ছেলে মীর মহিদুল ওরফে মুকুল (৪৮), মাইলমারী মন্ডলপাড়ার মৃত দবির উদ্দীনের ছেলে মোঃ সেকেন্দার আলী(৪৫),সাহারবাটি গ্রামের মৃত নেক মোহাম্মদের ছেলে মোঃ তরিকুল আলী(৪০), কাজিপুর হাজীপাড়ার মোঃ রুপচাঁনের ছেলে আমিরুল ইসলাম(৩৮), করমদী মধ্যপাড়ার মৃতঃ আঃ কুদ্দুসের ছেলে মাগরীব আলী,আকুবপুরের মৃত জামাত আলীর ছেলে মোঃ নান্নু (২০)।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম জানান, সাজাপ্রাপ্ত মাদক মামলার আসামিসহ বিভিন্ন মামলায় ৭ জনকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনীতে নবাগত নির্বাহী অফিসারের সাথে সাংবাদিকদের পরিচিতি সভা

গাংনীতে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময় ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলা পরিষদ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, এবং সহকারী কমিশনার (ভুমি) নাদির হোসেন শামীম।

নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার আয়োজিত পরিচিতি সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা সাংবাদিকদের বিভিন্ন পেশাগত প্রশ্নের উত্তর দেন। বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকরা বিভিন্ন বিষয়ে নবাগত নির্বাহী অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নবাগত নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা গাংনীর উন্নয়নে ও স্মার্ট গাংনী গড়তে সাংবাদিকদের কাছে সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি গাংনীর উন্নয়নে সবাইকে নিয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শনে মেয়র

মেহেরপুর পৌরসভার ৭নং ওয়ার্ড মল্লিকপাড়ায় মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করলেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন।

আজ (২৬ অক্টোবর) বৃহস্পতিবার দুপুরে আরসিসি ড্রেন সহ রাস্তা

নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন।

স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে মেহেরপুর পৌরসভাকে বাংলাদেশের ভেতর একটি মডেল পৌরসভা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে মেহেরপুর পৌরসভার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলছে তারি ধারাবাহিকতায় উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করছেন মেহেরপুর পৌরসভার মেয়র।

মেহেরপুরে চার সবজি ও মুদি ব্যবসায়ীকে জরিমানা

মূল্য তালিকা প্রদর্শণ না করায় মেহেরপুর বড়বাজারের তিন সবজি ও এক মুদি ব্যবসায়ীর ৮ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার।

আজ বৃহস্পতিবার দুুপুর ১২ টার দিকে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ এ অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক ও মেহেরপুর পুলিশ লাইনের একটি টিম সহযোগীতা করেন।

সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ জানান, বড়বাজারে সোবহান সবজি ভান্ডারে পণ্যের খুচরা মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করা ও পণ্যের ক্রয় ভাউচার না রাখার অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: সোবহানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ও ৪৫ ধারায় ২ হাজার টাকা জব্বার সবজি ভান্ডারের মালিক মো: জব্বারকে ১হাজার টাকা, মিন্টু সবজি ভান্ডারের মালিক মো: আসাদুজ্জামান মিন্টুকে ২ হাজার টাকা, মুদি ব্যবসায়ী রবিউল স্টোরের মালিক মো: রবিউল ইসলামকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

তিনি আরো জানান, অভিযান চলাকালে এসময় সবাইকে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনা, মুল্যতালিকা প্রদর্শন ও ক্রয় বিক্রয় ভাউচার সংরক্ষণ করা এবং অতিরিক্ত দাম নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করা হয় এবং সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।